ধমার বা ধামার ঃ ধা-মার বললেও ধা মারবার উপায় নাই কারণ ধামারের সমে ধা নেই। ধা কে মেরেই ধামারের জন্ম। ধ্রুপদে ধা থাকা সত্বেও এত ধূমধাম নেই, বাট বাটোয়ারার এত কায়দা নেই যা আছে ধা বিহীন ধামারে। ধামারের সমে লঘুবর্ণ ক ররেছে যেটি ধামার তালের বৈশিষ্ট্য। তালের নাম

ধামার এবং সেই তালের নামেই এই গীতি পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে। ধ্রুপদের ছোঁয়া থাকলেও ধামার তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে সম্পর্কিত নয়। এখন এর আসল নাম ধমার শব্দের কথা বলি। 'ধম' মানে কৃষ্ণ এই অর্থে ধমার কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান এরূপ অর্থ করা হয়। ধমার হচ্ছে ধর্মতাল বা ধর নামক তাল এমন অর্থও শোনা যায়, কিন্তু সবই কল্পনা। আসলে ধমারের নামকরণের রহস্য বা নামোৎপত্তির বিষয় কিছুই উদঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আমরা বৃন্দাবনে হোরী নামের গান পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি চচ্চরী অর্থে চাঁচরকে। আমাদের ধারণা হোলী নামক তৎকালীন লোক-সঙ্গীতই রূপ বদলে রাগ-সঙ্গীতের সহায়তায় চাঁচর নাম পেয়েছিল। চাঁচর এক জাতীয় তালের নাম যেটি সমস্ত গাইয়ে বাজিয়েরাই জানেন। সেটি ৭ মাত্রার যতেরই নামান্তর নয় কি? বলা হয় চচ্চরী তাল থেকেই চাঁচর তালটি এসেছে, রত্নাকরে চচ্চরী নামে এক প্রবন্ধের নামও দেখা যায় যাতে অনেকগুলি পদ ও ছন্দ থাকতো। এই প্রবন্ধ রূপ বদলে চাঁচর তালে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল কিনা কে বলতে পারে? এই চাঁচরের সঙ্গে ধমারের একটা সম্বন্ধ রয়েছে বলেও আমাদের মনে হয়। হোলী কোনও তাল নয়, চাঁচর তালটি হোলীর গানের মধ্যেই বেঁচে রয়েছে। আমরা সঙ্গীত রত্নাকরে এ প্রমাণ পাচ্ছি, যে তখনকার দিনে বসন্তোৎসবের গান গ্রাম্য ভাষায় রচিত হত ও সেগুলি যথাক্রমে চৌদ্দ, ষোলো, বা ছয় মাত্রাদির বিভাগীয় তালে গীত হত।

আমাদের অসুবিধা আমরা ধমার, চাঁচর, হোলী এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি না, তবে তিনটিই বসন্ত উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, এদের ভাষা, বিষয়বস্তু, পরিবেশ সবই বসন্তকে লক্ষ্য করেই গড়া, তা ছাড়া তালের ঝোঁকেও একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। যৎ বা চাঁচরের সমের ধা-তে প্রস্বনের অভাব বোধ করিনা কি? সেই অভাবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় ধমারের সমের বিস্বনবর্ণ "ক" কে। কিন্তু ধমারের গম্ভীরতা মনে জাগায় সন্দেহ। তবু আমরা ধমারে যৎ-এর প্রকাশনায় গম্ভীর ছাপ দেখতে পাই।

রাগের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা মালকোষ বসন্ত, হিন্দোল, বাহার, খাম্বাজ, ধানী, তিলং প্রভৃতি রাগকেই দেখতে পাই, অর্থাৎ মধ বা পূর্ণ সঙ্গত যুক্ত রাগই বসন্ত ফাগুয়ার গানে বেশী প্রচলিত। হোলীর গানে অবশ্য কাফী, তিলোককামোদ, সিন্ধু প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা যায় যাদের চচ্চরী বা ধমারে কমই দেখা যায়। ফাগুয়ার হোলী গান অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে

এসেছে কাজেই লোক-গীতি হোলী উন্নত হবার চেষ্টায় কোন্ বিশেষ স্থানের রাগ সঙ্গীতের সহায়তায় চচ্চরী নামক বিশিষ্ট ধারা পেয়েছিল সেই স্থানটির সঠিক সন্ধান আমরা পাইনি তবে জানতে পেরেছি যে ফাগুয়া যখন কৃষ্ণলীলায় পরিবর্ত্তিত হল তখন বৃন্দাবনেই এর প্রচলন বেশী হল আর এখানেই সে তার আগেকার আদি রসাত্মক রূপের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ কৃষ্টি-মিশ্রিত রূপ পেলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে চচ্চরী ও হোলী ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি—বৃন্দাবনের বা তার আশ-পাশে কোন জায়গা থেকে হোরী নামের মাধ্যমে আভিজাত্য পেলো।

আমাদের মনে হয় পরবর্ত্তীকালে বৃন্দাবনের সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণবগণ হোরীকে ধ্রুপদের সমপর্য্যায়ে আনার জন্যে তালটির নূতন নামকরণ করেন ও প্রবন্ধটিকে ধমার নামে প্রচারিত করার চেষ্টা চালান। "ধম" মানে হৈ চৈ। হোলীর দিনের হৈ চৈ বা বহুজনের মিলিত উৎসব হিসাবে হোলী ধমার নামে প্রবর্ত্তিত হয়েছে এ কথাও ভাবা যায়। চৌদ্দ মাত্রার ঝোম্বরা থেকে উচ্চারণ ভেদে ধমারের উৎপত্তি এ কথাও শোনা যায়। বল্লভ সম্প্রদায়ে ও হরিদাস সম্প্রদায়ে হোলীর গানের সমধর্ম্মী এক রকম গানের প্রচলন ছিল। এমনও হতে পারে যে পরবর্ত্তীকালে সাধারণ্যে এই ধরণের গান প্রচারিত হয়ে ধ্রুপদী গুণীদের দয়ায় রূপ পাল্‌টে ধমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে গান বাজনার যে সব নথিপত্র পাওয়া যায় তার মাঝে আমরা ধমার নামটি পাই না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে মীর্জা খাঁর বিখ্যাত তুহাফতুল হিন্দ্ গ্রন্থেও ধমার নামটি পাওয়া যায় না। ধমারের ভাষায় আমরা কিছু উন্নত ধরণের চলতি ভাষা দেখতে পাই যা ধ্রুপদে ব্যবহার করা হয় না। যদিও আমরা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারি না তবু আমাদের বিশ্বাস যে ধমার ব্রজধামের হোলীর উন্নত সংস্করণ, লোক-সঙ্গীতেরই উন্নত অবস্থা, এটি ধ্রুপদের অনুসরণ নয়।

সাধারণতঃ ধ্রুপদ গাইয়েরাই ধমার গেয়ে থাকেন. অতীতে কয়েকজন ধ্রুপদী ধমার গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করায় ধামারী নামে পরিচিত হন, যথা, বিশ্বনাথ ধামারী, শুকদেব মিশ্র ধামারী। বিশেষভাবে ধমার ঘরাণা বলে কোন ঘরাণার নাম আমরা পাই নি।